রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুলাই ১০, ২০১৮

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৬ আষাঢ়, ১৪২৫ মোতাবেক ১০ জুলাই, ২০১৮

নিম্নলিখিত বিলটি ২৬ আষাঢ়, ১৪২৫ মোতাবেক ১০ জুলাই, ২০১৮ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ৩২/২০১৮

সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়:

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন সার (ব্যবস্থাপনা) (সংশোধন) আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৬ সনের ৬ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।—সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (২) এ উল্লিখিত "এক বা একাধিক উপাদান" শব্দগুলির পরিবর্তে "এক বা একাধিক পুষ্টি উপাদান" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (২০) এ উল্লিখিত "মিশ্রসার বা Mixed Fertilizer" শব্দগুলির পরিবর্তে "মিশ্র সুষম সার বা Mixed Balanced Fertilizer" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মূল্য : টাকা ৮.০০

৩। **২০০৬ সনের ৬ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "১৫ (পনের)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "১৭ (সতের)" সংখ্যা , বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(খ) মান নির্ধারণ করা হয় নাই এইরূপ নূতন রাসায়নিক সার, জৈব সার, জীবাণু সার (Bio-fertilizer), মিশ্র সুষম সার, যৌগিক সার, সয়েল কন্ডিশনার বা অ্যামেন্ডমেন্ট এবং উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক বা উদ্দীপক (Plant Growth Regulator or Stimulant) এর গবেষণাগার ও মাঠ বা শস্য পর্যায়ে পরীক্ষা পরিচালনা এবং এই সকল পরীক্ষার ফলাফল বা পরিবেশের উপর উহার প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনাপূর্বক দেশে উক্ত সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানি, বিপণন ও ব্যবহার অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ পেশকরণ;"।

৪। **২০০৬ সনের ৬ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ত্রিশ হাজার" শব্দগুলির পরিবর্তে "দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

৫। **২০০৬ সনের ৬ নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (৪) ও (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪), (৪ক) ও (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে; যথা:—

"(৪) আপিল দাখিলের অনধিক ১০ (দশ) দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষ উহা নিষ্পত্তি করিবে।

(৪ক) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ১০ (দশ) দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৫) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) অনুসারে পরীক্ষায় যদি নমুনা সার বা সারজাতীয় দ্রব্য বা উহার কাঁচামাল বিনির্দেশ বহির্ভূত অথবা পরিবেশ দূষণকারী বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে, আপিলের মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার পর বা আপিল দায়েরের ক্ষেত্রে, আপিল নিষ্পত্তির পর পুনর্বিবেচনার মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার পর বা পুনর্বিবেচনার আবেদন করিবার ক্ষেত্রে, উহা নিষ্পত্তির পর, সংশ্লিষ্ট লটের সমুদয় সার বা সারজাতীয় দ্রব্য বা উহার কাঁচামাল সংশ্লিষ্ট সার উৎপাদনকারী, সংরক্ষণকারী, বিক্রেতা, বিপণনকারী বা বিতরণকারী বা যাহার দখলে থাকিবে সেই ব্যক্তিকে সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত পন্থায় নির্দেশিত সময়ের মধ্যে নিজ খরচে বিনষ্ট করিতে হইবে।"।

৬। **২০০৬ সনের ৬ নং আইনে নূতন ধারা ২১ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ২১ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২১ক সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"২১ক। **মিথ্যা মামলা দায়েরের শাস্তি।**—যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে এই আইনের অধীন মামলা করিবার জন্য ন্যায্য বা আইনানুগ কারণ নাই জানিয়াও মামলা দায়ের করেন বা করান তাহা হইলে মামলা দায়েরকারী ব্যক্তি বা যিনি মামলা দায়ের করাইয়াছেন উক্ত ব্যক্তি দায়েরকৃত মামলার জন্য নির্ধারিত দণ্ডের সমপরিমাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।"।

৭। **২০০৬ সনের ৬ নং আইনে নূতন ধারা ৩৩ এর সংযোজন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩৩ সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

"৩৩। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।"।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

(ক) কৃষিকাজে ব্যবহার্য সার ও সারজাতীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন, আমদানি, সংরক্ষণ, বিতরণ, বিপণন, পরিবহন, বিক্রয় ও সংশিষ্ট কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণকল্পে 'সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬' (২০০৬ সালের ৬ নং আইন) প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে আইনটি সীমিত আকারে সংশোধন করা হয়। আইনটিকে যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় 'সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮)' প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

(খ) "আবশ্যকীয় উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান বা Essential Plant Nutrients" এর সংজ্ঞায় যে কোন এক বা একাধিক শব্দের পর 'পুষ্টি' শব্দটির আবশ্যকতা থাকায় তা সন্নিবেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন সারের উপাদানের পরিমাণ সঠিক মাত্রায় নিশ্চিতকরণের জন্য 'মিশ্রসার' এর সংজ্ঞাকে "মিশ্র সুষম সার বা **Mixed Balanced Fertilizer"** করা হয়েছে। নতুন উদ্ভাবিত সার বা সার জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকল্পে এবং ইহার নিবন্ধন ব্যতীত সার উৎপাদন, আমদানি, সংরক্ষণ, বিতরণ, বিপণন, পরিবহন বা বিক্রয়ের জন্য দণ্ড ও শাস্তির মেয়াদ পুনঃনির্ধারণপূর্বক আইনটি সংশোধন, পরিমার্জন ও সময়োপযোগী করে "সার (ব্যবস্থাপনা) (সংশোধন) আইন, ২০১৮" প্রণয়ন করা হয়েছে।

(গ) বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কারণে "সার (ব্যবস্থাপনা) (সংশোধন) আইন, ২০১৮" শীর্ষক বিল মহান জাতীয় সংসদের বিবেচনার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

মতিয়া চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

আ. ই. ম গোলাম কিবরিয়া
দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd